

বইয়ের নাম Title

সাবটাইটল Subtitle

লেখক Author



একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

XXXটাকা (ভারত)

বাংলা চটি সিরিজের বই
বইয়ের নাম Title—সাবটাইটল Subtitle
প্রথম প্রকাশ: ???, ২০২X (XXX কপি)

প্রকাশক: গুরুচণ্ডাৱ ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক?
ফ্ল্যাট এ/২, ৭৩/১/১, আর কে চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা - ৪২
যোগাযোগ: guruchandali@gmail.com; www.guruchandali.com

মুদ্রণ: এস পি কমিউনিকেশনস, ৩১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ: ???
নামাঙ্কণ: ???
প্রচ্ছদ সহায়তা: ???
মুদ্রণ সহযোগিতা ও অক্ষর বিন্যাস: সুন্দর, ???

ISBN: ????

মূল্য: XXXটাকা (ভারত)
সমস্ত গ্রন্থস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

বইয়ের নাম Title
সাবটাইটল Subtitle

উৎসর্গ

?????

গুরুচণ্ডাৱ প্রকাশিত বাংলায় বিজ্ঞানের বই

সমকামিতা ও বিবৰ্তন - সূদীপ্ত পাল

যদুৰাবুৰ টিউশনি-প্ৰোবাবিলিটি ও প্যাৰাডক্সেৰ গল্প - জ্যোতিষ্ক দত্ত

গুরুচণ্ডাৱ প্ৰকাশিত অন্যান্য কিছু নন-ফিকশন

এক গাঁয়েৰ ডাক্তাৰেৰ গল্প - ডাঃ অনিৰুদ্ধ সেনগুপ্ত

সবাৰ জন্ম স্বাস্থ্য: যে স্বপ্ন সত্যি কৰা যায় - পুণ্যব্ৰত গুণ সংকলিত

কৰোনাৰ দিনগুলি - ঐন্দ্ৰিল ভৌমিক

নাগৰিকপঞ্জি ও ডিটেনশন ক্যাম্পঃ আসামে নাগৰিক তেৱীৰ বৃত্তান্ত

পাঁচ মাথৰ মোড়- সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

অনন্য মহীন (১)

অসুখ সাৱান - ঈন্দ্ৰিতা পালভৌমিক

বস্টনে বংগে - বৰ্ন ফ্ৰি

মোদীনমিত্ৰ - মৈত্ৰীশ ঘটক এবং উদয়ন মুখাৰ্জি; অনুবাদ - সৌম্য শাহীন

কাশ্মীৰ, ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা, গণতন্ত্ৰ ও জনমত - মিঠুন ভৌমিক

বন্দৰেৰ সাম্ৰাজ্যভাষা - সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

অপ্ৰকাশিত মৰিচৰ্কাপি -সম্পাদনা- তুষাৰ ভট্টাচাৰ্য

অবাস্তৱ পাঠশালা -অনুবাদ- জয়া মিত্ৰ

বাংলা ব্ল্যাং, সমুচয় ঠিকুজিকুঠি - অজিত ৰায়

ফেসবুকঃ মুখ ও মুখোশ - পৰঞ্জয় গুহঠাকুৰতা, অৰ্ক দেব

অনুদানেৰ লজ্জা - স্বাতী ভট্টাচাৰ্য

হনন-কাল (পৰিবেশ ও অতিমাৰি) - প্ৰতিভা সৰকাৰ

লক্ষ্মীৰ পাঁচাল - সম্পাদনাঃ যশোধৰা ৰায়চৌধুৰী

তাহাদেৰ কথা - সংকলন

এছাড়া,

গুরুচণ্ডাৱৰ অন্য সব বইয়েৰ একত্ৰে সাজানো সমস্ত তথ্য -

কোথায় পাওয়া যাবে, দাম কত - সব,

নীচেৰ QR কোডটা স্ক্যান কৰে সাইটে গেলেই পাওয়া যাবে:

<https://www.guruchandali.com/book.php>



ভূমিকা	i
প্রথম অধ্যায় (সূচীপত্রে)	১
(১) (সূচীপত্রে)	১
(২) (সূচীপত্রে)	২
১ দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম	৬
১.১ প্রথম পরিচ্ছেদ	৬
১.২ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৭

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো-আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযন্ত্রে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশ্নের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বল হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকায়ে জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো-আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশ্নের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বল হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকাশ জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

— ডঃ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি
আরো গুরুত্বপূর্ণ পদ
বিলিতি ঠিকানা

প্রথম অধ্যায়ের নাম

(১)

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো-আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশ্নের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বল হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকাব্য জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক। জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো-আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির

মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশ্নের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বল হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকায জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

(২)

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো-আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশ্নের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বল হয়ে



ডেমো ক্যাপশন

ওঠে। নুতন পৰ্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকায়ে জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো-আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে

গেল যে, প্রশ্নের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বল হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকায় জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো-আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরি-ব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রশ্নমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশ্নের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বল হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকায় জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো-আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযুগে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিদ্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশ্রয়ের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বল হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকাব্য জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

সূত্র:

১. ১২০৫-১২০৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী নামের একজন তুর্কী বংশোদ্ভূত সেনাপতি রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে সেন রাজবংশের পতন ঘটান।
২. ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করে
৩. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের পর কোম্পানির হাত থেকে বাংলার শাসনভার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসে
৪. ভারতীয় উপমহাদেশের দেশভাগের সময় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ধর্ম গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পূর্ববর্তী বাংলা প্রদেশটিকে ভাগ করা হয়। পাকিস্তান এর প্রদেশ হিসাবে জন্ম নেয় পূর্ব পাকিস্তান
৫. ১৯৭১ সালে ৯ মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশ

অধ্যায় ১

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম

১.১ প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো-আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশয়ের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বল হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকাশ

জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

	হরিপুর (ছাত্র সংখ্যা)	আদর্শ (ছাত্র সংখ্যা)
ছেলে	৮৪ (৮০ জন)	৮৫ (২০ জন)
মেয়ে	৮০ (২০ জন)	৮১ (৮০ জন)

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো-আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশয়ের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বল হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকায় জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

১.২ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো-আনা মূলধন নিয়ে



ডেমো ক্যাপশন

আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশ্রয়ের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বল হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকাব্য জঙ্ঘ ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে

সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো-আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশ্নের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বল হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকাশ জঙ্ঘ ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো-আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশ্নের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বল হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি

যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নে-
পথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা
কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে
করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকায় জন্তু ছিল প্রকাণ্ড
একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে
জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো-আনা মূলধন নিয়ে
আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই
শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ
হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল
দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত
করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে
গেল যে, প্রশ্নের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বল হয়ে
ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে
রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবা-
রকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকায়
জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

সূত্র:

১. ১২০৫-১২০৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী নামের এক-
জন তুর্কী বংশোদ্ভূত সেনাপতি রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে সেন রাজবংশের পতন
ঘটান।

২. ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করে
৩. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের পর কোম্পানির হাত থেকে বাংলার শাসনভার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসে
৪. ভারতীয় উপমহাদেশের দেশভাগের সময় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ধর্ম গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পূর্ব-নব্বার বাংলা প্রদেশটিকে ভাগ করা হয়। পাকিস্তান এর প্রদেশ হিসাবে জন্ম নেয় পূর্ব পাকিস্তান
৫. ১৯৭১ সালে ৯ মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশ

বইটির আংশিক আর্থিক দায়িত্ব নিয়ে দত্তক নিয়েছেন:

???

মানুষের বই পড়ার অভ্যাস নাকি হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ বইয়ের দাম বেড়ে চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। বোঝা যায়, ক্ষুদ্র একটা পাঠকবৃত্তকে সম্বল করে চলছে বই-ব্যাবসা। ছোট্টো পাঠকবৃত্ত, তাই বইয়ের দাম বেশি, আবার বইয়ের দাম বেশি বলে পাঠকসংখ্যা কম, তৈরি হচ্ছে এরকম এক অন্তর্দ্বন্দ্বী দুষ্টিচক্র।

এই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই আমাদের দাওয়াই ‘দত্তক’। গুরুচণ্ডা৯ লেখক-পাঠক সমবায়ে বিশ্বাসী, মুনাফায় নয়। গুরুচণ্ডা৯র শুভানুধ্যায়ীরা নিয়মিতভাবেই এক বা একাধিক বইয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক দায়ভার বহন করেন, যার পোশাকি নাম ‘দত্তক’। বাজারচলতি বইয়ের চেয়ে কমে আসে আমাদের বইয়ের দাম। পৌঁছে যায় আরও বহু মানুষের কাছে।

আপনি কি এই মিথোজীবিতার সক্রিয় অংশীদার হতে চান? গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিতে চান?

যোগাযোগ করুন: guruchandali@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ: +৯১ ৯৩৩০৩ ০৮০৪৩